# ইবাদত কবুলের দুটি মৌলিক শর্ত
# ইখলাস ও নিয়্যাত

রচয়িতা
হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক,আমিল-এ-কামিল

## ইবাদত কবুলের দুটি মৌলিক শর্ত- ইখলাস ও নিয়্যাত

আমরা যত ইবাদত করি সবগুলো আল্লাহ তাআলার কাছে কবুল হওয়া জরুরি কি-না বলেন?

অবশ্যই জরুরি। নইলে এত কষ্ট করে ইবাদত করার কোনো মানে হয় না। ইবাদত কবুল হলেই তো আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে নির্দিষ্ট প্রতিদান-সওয়াব পাওয়ার আশা করা যায়। কবুল না হলে সওয়াব পাওয়ার কোনো আশা করা যায় না।ইবাদত কবুলের জন্য মৌলিকভাবে দুটি শর্ত রয়েছে:

**০১.** ইবাদতে ইখলাস থাকা। ইবাদত হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে কবুল হবে না।

**০২.** ইবাদতটি শরিয়তের নীতিমালার আলোকে অর্থাৎ সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া। আপনার মনে খুব ইখলাস আছে, আপনি মাগরিবের নামায পড়তে গেছেন, চিন্তা করলেন নামায বেশি পড়লে তো সওয়াব হয়, তাই ফরজ নামায ছয় বা আট রাকাত পড়লেন, তাহলে এ নামায কবুল হবে? কেন হবে না? আপনার মনে ইখলাস আছে এবং তিন রাকাতের জায়গায় আরও বেশি পড়ছেন; তাও কবুল হবে না কেন? কবুল না হওয়ার কারণ ইবাদতটি শরিয়তের নীতিমালা অনুযায়ী হয়নি।

আপনি যাকাতের টাকা দিয়ে মসজিদ বানিয়ে দিলে যাকাত আদায় হবে? হবে না। আপনার যতই ইখলাস থাকুক, শরিয়তের নীতিমালা অনুযায়ী না হওয়ার কারণে ইবাদত কবুল হবে না।

### ইখলাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা পবিত্র কুরআনের আলোকে

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য জায়গায় ইখলাসের কথা এসেছে। ইখলাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনয়ীতা তুলে ধরা হয়েছে। ইখলাস ছাড়া তো আমল কবুল হয় না।

**আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:**

**'বলুন! আমার নামায, আমার ইবাদত, আমার জীবন ও আমার মরণ— সবকিছুই কেবল জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরিক নেই এবং এজন্যই আমরা আদিষ্ট হয়েছি আর আমিই প্রথম আনুগত্যশীল।' (সুরা আনআম, আয়াত ১৬২-১৬৩)**

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

**'তারা আদিষ্ট হয়েছে তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে।' (সুরা বায়্যিনাহ, আয়াত ৫)**

**অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,**

**'আমি এ কিতাব আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি সত্যসহ। সুতরাং আল্লাহর ইবাদত করো তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠভাবে। জেনো রাখো, নির্ভেজাল আনুগত্য কেবল আল্লাহরই জন্যে।' (সুরা যুমার, আয়াত ২-৩)**

**অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,**

**'যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তোমাদের মাঝে কাজে উত্তম। তিনিই পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।' (সুরা মুলক, আয়াত ২)**

**অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,**
**'আল্লাহর কাছে কখনো কুরবানির গোশত পৌঁছায় না এবং রক্ত ও পৌঁছায় না বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের আল্লাহভীতি। (সুরা আল-হজ্জ , আয়াত ৩৭)**

তিনি আরও বলেন:

**'বলো, তোমাদের মনে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন রাখো অথবা প্রকাশ করো, আল্লাহ তা অবগত আছেন। (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ২৯)**

ফুজাইল ইবনে আয়াজ রহমাতুল্লাহ বলেন, ইখলাসশূন্য বিশুদ্ধ আমল যেমন গ্রহণযোগ্য হয় না, তদ্রূপ ইখলাসপূর্ণ অশুদ্ধ আমলও মাকবুল হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মাকবুল, গৃহীত ও গ্রহণযোগ্য আমল হওয়ার জন্য দুটো বিষয়ই থাকতে হবে। আমলকে ইখলাসপূর্ণ করতে হলে কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির নিমিত্তেই করতে হবে। আর আমলকে বিশুদ্ধ করতে হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীতি ও সুন্নাহর আলোকে তথা শরিয়তের নীতিমালা মোতাবেক হতে হবে। এরপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন,

**'সুতরাং যে ব্যক্তি তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।' (সুরা কাহাফ, আয়াত ১১০)**

মুমিনদের গুণাবলি উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়,

**'তারা আল্লাহর ভালোবাসায় মিসকিন, এতিম ও বন্দিদের খাবার খাওয়ায়। (তারা বলে) আমরা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাওয়াই' এর দ্বারা তোমাদের নিকট হতে কোনো প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না।' (সুরা দাহর, আয়াত ৮-৯)**

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

**'তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোনো কল্যাণ নেই; তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মাঝে শান্তি - -**

**স্থাপনের জন্য। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় কেউ তা করলে তাকে অবশ্যই মহাপুরস্কার দেব।' (সুরা নিসা, আয়াত ১১৪)**

## হাদিসের আলোকে ইখলাসের গুরুত্ব:

সহিহ বুখারি ও অন্যান্য হাদিসের কিতাব শুরু করার প্রাক্কালে নিয়তের হাদিস আনা হয়। কারণ, নিয়তের ওপর ফলাফল নির্ভর করে।

রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম যখন মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেন তখন একজন নারীও হিজরত করে। এ নারীর একজন প্রেমিক ছিল। একজন পুরুষ তাকে বিয়ে করতে চাইত। কিছুদিন পর ওই পুরুষ লোকটাও হিজরত করে। তখন সাহাবায়ে কেরামের মাঝে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল যে, অমুক তো অমুককে বিয়ে করার জন্য হিজরত করেছে, ইসলাম গ্রহণের জন্য নয়। তখন রাসুল সা. মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন,

**'নিশ্চয় সকল আমল নির্ভর করে নিয়তের ওপর। প্রত্যেক মানুষ তাই পাবে, যা সে নিয়ত করে। সুতরাং যার হিজরত হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের জন্য, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসুলের জন্যই পরিগণিত হবে। তদ্রূপ যার হিজরত হবে দুনিয়া কামানোর জন্য অথবা কোনো নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে, তাহলে তার হিজরত ওই কাজের জন্যই বিবেচিত হবে।' (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ১৬৪৭; সহিহ বুখারি, হাদিস ০১)**

অর্থাৎ মানুষদেরকে বললেন, 'তোমাদের সমালোচনার তো কোনো দরকার নেই। কে কী উদ্দেশ্যে কী নিয়তে হিজরত করেছে, এটা সে জানে। সে যে উদ্দেশ্যে ও যে নিয়তে হিজরত করেছে, সে তাই পাবে। মানুষের নিয়তের ওপর কাজের ফলাফল নির্ভরশীল।'

হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম একজন যে শহিদের বিচার হবে, তাঁকে হাজির করা হবে এবং আল্লাহ তাঁর নিয়ামতরাজির কথা তাকে বলবেন এবং সে যথারীতি স্বীকারোক্তিও দেবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এর বিনিময়ে কী আমল করেছিলে? সে বলবে, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য যুদ্ধ করতে করতে শহিদ হয়েছি।

তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি বরং এ জন্যেই যুদ্ধ করেছিলে, যাতে লোকে তোমাকে বীরবাহাদুর বলে; তা তো বলা হয়ে গেছে। এরপর নির্দেশ দেওয়া হবে। সে মতে তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে-যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করেছে এবং কুরআন অধ্যয়ন করেছে। তখন তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাআলা তার দেওয়া নেয়ামতের কথা তাকে বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এত (বড় নিয়ামত পেয়ে বিনিময়ে) তুমি কী করলে? জবাবে সে বলবে, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি, তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করেছি।

জবাবে আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তো জ্ঞান অর্জন করেছিলে, যাতে লোকজন তোমাকে জ্ঞানী বলে। কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে, যেন লোকজন বলে সে একজন কারি। তা তো বলা হয়েছে। তারপর আদেশ দেওয়া হবে এবং তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার হবে, যাকে আল্লাহ তাআলা সচ্ছলতা ও সর্ববিধ সম্পদ দান করেছেন। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা তাকে বলবেন। সে তা চিনে স্বীকারোক্তি দেবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এর বিনিময়ে তুমি কী আমল করেছ? জবাবে সে বলবে, সম্পদ ব্যয়ের এমন কোনো খাত নেই, যাতে সম্পদ ব্যয় আপনি পছন্দ করেন অথচ আমি সে খাতে আপনার সন্তুষ্টির জন্যে করিনি। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি বরং এ জন্যে তা করেছিলে, যাতে লোকজন তোমাকে 'দানবীর' বলে। তা তো বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেওয়া হবে, সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' **(সহিহ মুসলিম, হাদিস ১৯০৫)।**

হজরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

**নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের দেহ ও আকৃতির দিকে তাকান না; বরং দেখেন তোমাদের অন্তর। এটা বলে রাসুল সা. আঙুল দিয়ে বুকের দিকে ইঙ্গিত করলেন।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস ২৫৬৪)**

**হজরত আবু মুসা আব্দুল্লাহ ইবনে কায়স আশআরি রা. বলেন,**

**'আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, অন্ধ পক্ষপাতিত্বের জন্য যুদ্ধ করে এবং লোক প্রদর্শনের জন্য (সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে) যুদ্ধ করে, এর কোন্ যুদ্ধটি আল্লাহর পথে হবে? আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, একমাত্র তারই যুদ্ধ আল্লাহর পথে হয়।' (সহিহ বুখারি, হাদিস ১২৩, ২৮১০, ৩১২৬)**

হজরত আবু বাকরাহ নুফাই ইবনুল হারিস সাকাফি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

**যখন দুজন মুসলিম তরবারি নিয়ে আপোসে লড়াই করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত দু'জনই জাহান্নামে যাবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! হত্যাকারীর জাহান্নামে যাওয়া তো স্পষ্ট; কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কী? তিনি বললেন, সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য লালায়িত ছিল।' (সহিহ বুখারি, হাদিস ৬৮৭৫; সহিহ মুসলিম, হাদিস ২৮৮৮)**

হজরত আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বরকতময় মহান প্রভু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

নিশ্চয় আল্লাহ পুণ্যসমূহ ও পাপসমূহ লিখে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার' ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কোনো নেকি করার সংকল্প করে, কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত করতে পারে না, আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলা তার জন্য (কেবল নিয়ত করার বিনিময়ে) একটি পূর্ণ নেকি লিখে দেন। আর সে যদি সংকল্প করার পর কাজটি করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ তার বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ গুণ, বরং তার চেয়েও অনেক গুণ নেকি লিখে দেন। পক্ষান্তরে যদি সে একটি পাপ করার সংকল্প করে, কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট একটি পূর্ণ নেকি হিসাবে লিখে দেন।

আর সে যদি সংকল্প করার পর ওই পাপ কাজ করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ মাত্র একটি পাপ লিপিবদ্ধ করেন।' **(সহিহ বুখারি, হাদিস ৬৪৯১; সহিহ মুসলিম, হাদিস ১৩১)।**

'আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ইবনু খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমাদের পূর্বে (বনি ইসরাইলের যুগে) তিন ব্যক্তি একদা সফরে বের হলো। চলতে চলতে রাত হয়ে গেল। সুতরাং তারা রাত কাটানোর জন্য একটি পর্বত-গুহায় প্রবেশ করল।

অল্পক্ষণ পরেই একটা বড় পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে নিচে এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। এ দেখে তারা বলল যে, এহেন বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে এই যে, তোমরা তোমাদের নেক আমলসমূহকে অসিলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করো। সুতরাং তারা সব আমলের অসিলায় (আল্লাহর কাছে) দোয়া করতে লাগল।

তাদের মধ্যে একজন বলল, হে আল্লাহ! তুমি জানো যে, আমার অত্যন্ত বৃদ্ধ পিতামাতা ছিল এবং (এ-ও জানো যে,) আমি সন্ধ্যাবেলায় সবার আগে তাদেরকে দুধ পান করাতাম। তাদের পূর্বে স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে ও ক্রীতদাস-দাসী কাউকে পান করাতাম না। একদিন আমি ঘাসের খোঁজে দূরে চলে গেলাম এবং বাড়ি ফিরে দেখতে পেলাম যে, পিতা-মাতা ঘুমিয়ে গেছে। আমি সন্ধ্যার দুধ দহন করে তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তারা ঘুমিয়ে আছে। আমি তাদেরকে জাগানো পছন্দ করলাম না এবং এ-ও পছন্দ করলাম না যে, তাদের পূর্বে সন্তানসন্ততি, ও ক্রীতদাস-দাসীকে দুধ পান করাই। তাই আমি দুধের বাটি নিয়ে তাদের ঘুম থেকে জাগার অপেক্ষায় তাদের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

অথচ শিশুরা ক্ষুধার তাড়নায় আমার পায়ের কাছে চ্যাঁচামেচি করছিল। এভাবে ফজর উদয় হয়ে গেল এবং তারা জেগে উঠল। তারপর তারা নৈশদুধ পান করল। হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করে থাকি তাহলে পাথরের কারণে আমরা যে গুহায় বন্দি হয়ে আছি,

এ থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার করো। এই দোয়ার ফলস্বরূপ পাথর একটু সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে সক্ষম ছিল না।

দ্বিতীয়জন দোয়া করল, হে আল্লাহ! আমার একটি চাচাতো বোন ছিল। সে আমার নিকট সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তমা ছিল। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) আমি তাকে এত বেশি ভালোবাসতাম, যত বেশি ভালোবাসা পুরুষরা নারীদেরকে বাসতে পারে। একবার আমি তার সঙ্গে যৌনমিলন করার ইচ্ছা করলাম, কিন্তু সে অস্বীকার করল।

পরিশেষে সে যখন এক দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল, তখন সে আমার কাছে এল। আমি তাকে এই শর্তে ১২০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) দিলাম, যেন সে আমার সঙ্গে যৌনমিলন করে। সুতরাং সে (অভাবের তাড়নায়) রাজি হয়ে গেল। অতঃপর যখন আমি তাকে আয়ত্তে পেলাম। (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী) যখন আমি তার দু'পায়ের মাঝে বসলাম,

তখন সে বলল, তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং অবৈধভাবে (বিনা-বিবাহে) আমার পবিত্রতা নষ্ট করো না। সুতরাং আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম; যদিও সে আমার একান্ত প্রিয়তমা ছিল এবং যে স্বর্ণমুদ্রা আমি তাকে দিয়েছিলাম তাও পরিত্যাগ করলাম।

হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে তুমি আমাদের ওপর পতিত মুসিবতকে দূরীভূত করো। সুতরাং পাথর আরও কিছুটা সরে গেল। কিন্তু তাতে তারা বের হতে সক্ষম ছিল না। তৃতীয়জন দোয়া করল, হে আল্লাহ! আমি কিছু লোককে মজুর রেখেছিলাম।
(কাজ সুসম্পন্ন হলে) আমি তাদের সকলকে মজুরি দিয়ে দিলাম। কিন্তু তাদের মধ্যে একজন মজুরি না নিয়ে চলে গেল। আমি তার মজুরির টাকা

ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করলাম। (কিছুদিন পর) তা থেকে প্রচুর অর্থ জমে গেল। কিছুকাল পর একদিন সে এসে বলল, হে আল্লাহর বান্দা, তুমি আমার মজুরি দিয়ে দাও।

আমি বললাম, এসব উট, গাভি, ছাগল ও গোলাম (বাঁদি) যা তুমি দেখছ, তা সবই তোমার মজুরির ফল। সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা, তুমি আমার সঙ্গে উপহাস করবে না। আমি বললাম, আমি তোমার সঙ্গে উপহাস করিনি (সত্য ঘটনাই বর্ণনা করছি)।

সুতরাং আমার কথা শুনে সে তার সমস্ত মাল নিয়ে চলে গেল এবং কিছুই ছেড়ে গেল না। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজ একমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি, তাহলে যে বিপদে আমরা পড়েছি, তা তুমি দূরীভূত করো। এর ফলে পাথর সম্পূর্ণ সরে গেল এবং সকলেই (গুহা থেকে) বের হয়ে চলতে লাগল।' **(সহিহ বুখারি, হাদিস ২২১৫)**

নিয়তের কারণে বাহ্যত পার্থিব কাজেও সওয়াব রয়েছে। নিয়ত ভালো থাকার কারণে বাহ্যত দুনিয়াবি কাজেও রয়েছে বিরাট সওয়াব। মনে করুন আপনি হাঁটছেন, কিন্তু নিয়ত হচ্ছে কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাক্ষাৎ অথবা রোগীর সাক্ষাৎ অথবা কাউকে দীনি বিষয়ের দাওয়া প্রদান, তাহলে হাঁটাও নেকি হয়ে যাবে।

এভাবে পৃথিবীর সব বৈধ কাজেই আমরা ভালো ও সুন্দর নিয়ত করতে পারি। আমাদের কাজও হয়ে যাবে, আবার নিয়ত ভালো থাকার কারণে সওয়াবও পেয়ে যাব। আমাদের পরিবারের দেখভাল ও ভরণপোষণ আমাদের দায়িত্ব। আমরা এটাকে দুনিয়ার কাজ মনে করি। কিন্তু সওয়াবের আশায় করলে এটাও সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

**'কোনো মুসলিম যখন সওয়াবের আশায় পরিবারের ওপর খরচ করে, তখন তা তার জন্য সদাকা হয়ে যায়।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস ১০০২)**

অন্য হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

**'তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাই ব্যয় করো, এর সওয়াব তুমি পাবে; এমনকি স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দিলেও।' (সহিহ মুসলিম, হাদিস ১৬২৮)**

সুতরাং সকল কাজের জন্য বিশুদ্ধ নিয়ত করা জরুরি। কাজের আগেই। নিয়ত বিশুদ্ধ করতে হবে। সম্ভব না হলে কাজের মাঝখানে নিয়ত বিশুদ্ধ। করে নেবে। আর যদি কোনোভাবেই নিয়ত বিশুদ্ধ না করতে পারে, তাহলে এই আমলের কোনো সওয়াব ও প্রতিদান পাবে না। নিয়ত সবচেয়ে জরুরি জিনিস, নিয়ত ঠিক থাকলে সাধারণ কাজও অসাধারণ হয়ে যায়; আর নিয়ত ঠিক না থাকলে বিরাট কাজও শূন্য, যার কোনো ফলাফল পাওয়া যায় না।

আসুন, আমরা আমাদের নিয়তকে বিশুদ্ধ করি, খাঁটি নিয়তে সকল আমল করি। আল্লাহ তাআলা তাওফিক দান করুন। আমিন।

সমাপ্ত

# একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

*দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ*

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

*(সূরা বাকারা: ২৬১)*

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"
*(তিরমিজি)*

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223

বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 01890261223

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732